|  |
| --- |
| **অধ্যায়-৯****স্থানীয় সরকার বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

শিশুরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের কর্ণধার, শিশুদের হাতেই আগামীর বাংলাদেশ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিস্কাশন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। নিরাপদ সুপেয় পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ এবং এ কাজগুলো বহুলাংশে স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত। এ কারণে, স্থানীয় সরকার বিভাগ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসার মত প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিস্কাশন ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কাজেই শিশু-সংবেদনশীল বাজেট আলোচনায় স্থানীয় সরকার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম।

**২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ**

| **জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ** | **কার্যক্রমসমূহ** |
| --- | --- |
| **জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫:**এ নীতির মূল লক্ষ্য হলো জীবন চক্রের প্রতিটি পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মা’দের জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করা, কিশোর কিশোরীদের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। | * অন্তঃসত্ত্বা নারীদের অন্তঃসত্ত্বাকালীন অবস্থায় ৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রতিবার ১০০০ টাকা হারে নগদ অর্থ প্রদান;
* ০-২৪ মাস বয়সী শিশুদের প্রতি মাসে ওজন ও উচ্চতা (GMP) পরিমাপের জন্য প্রতিবার ৭০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান;
* ২-৫ বছর বয়সী শিশুদের ৩(তিন) মাস অন্তর ওজন ও উচ্চতা (GMP) পরিমাপের জন্য প্রতিবার ১৫০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান;
* অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং ০-৫ বছর বয়সের শিশুদের মায়েদের জন্য প্রতি মাসে শিশু-পুষ্টি ও মনোদৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত (CNCD) শিক্ষামূলক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিবার ৭০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান;
* ইউনিয়ন পরিষদে সেফটি নেট সেল (SNC) স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
* মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা (ANC এবং GMP) প্রদান ও পুষ্টি-সচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের দক্ষতা উন্নয়ন
* ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিকট অর্থ প্রদানে পোস্ট অফিসের দক্ষতা উন্নয়ন;
* মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের সনাক্ত করা ও তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
 |
| স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) ২০০৯ আইনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। | * প্রসব পূর্বকালীন সেবা প্রদান;
* প্রসূতিসেবা (নরমাল ডেলিভারী, সিজারিয়ান ডেলিভারী) প্রদান;
* নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;
* শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের (ARI) ইনফেকশন এবং ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
* ০-২৪ মাস বয়সী শিশুদের ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ (GM);
* ইপিআই (টিকা)/এনআইডি (টিকা) প্রদান;
* ডায়রিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
* শ্বাসকষ্টজনিত রোগ (এআরআই) নিয়ন্ত্রণ করা;
* হামের চিকিৎসা করা;
* পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করা;
* অনুপুস্টি কণা অভাবজনিত রোগের সেবা প্রদান;
* ভিটামিন ‘এ’ এবং আয়োডিন-এর অভাবজনিত রোগসমূহের সেবা প্রদান;
* নবজাতক সেবা করা।
 |
| জাতীয় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও **স্যানিটেশন নীতিমালা, ১৯৯৮:**এ নীতিমালায় সকলের জন্য সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিমালায় প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি করে পানি সরবরাহ পয়েন্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। | * এ নীতিমালায় সকলের জন্য সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিমালায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণ ও তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নীতিমালায় প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি করে পানি সরবরাহ পয়েন্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
 |
| **জাতীয় আর্সেনিক দূরীকরণ নীতিমালা, ২০০৪:** নীতিমালার মূল লক্ষ্য হল আর্সেনিক দূষণের প্রাদুর্ভাব সম্পন্ন সকল এলাকায় বিকল্প পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। | * আর্সেনিক দূষণমুক্ত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০০৪ সালে জাতীয় আর্সেনিক দূরীকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালার মূল লক্ষ্যে হলো আর্সেনিক দূষণের প্রাদুর্ভাব সম্পন্ন এলাকায় বিকল্প পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা । এতে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও আর্সেনিক দূষণের প্রাদুর্ভাব সম্পন্ন এলাকায় বিকল্প পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করার নিমিত্তে সমগ্র দেশব্যাপি ‘পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন শীর্ষক’ প্রকল্প চলমান রয়েছে। আর্সেনিক আক্রান্ত জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
 |
| **পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১১-২০২৫:** এ সেক্টর পরিকল্পনার মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সরকারের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বিত বাস্তবায়ন ও এর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা আরো জোরদার করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। | * পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট ৩৬টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।
 |
| **জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪:** এ আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে তার জন্ম নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। | * জন্মের পর নাম, জাতীয়তা এবং মাতা-পিতা কর্তৃক যত্ন ও ভালবাসা পাওয়ার অধিকার সকল শিশুর রয়েছে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শিশুর এ সকল অধিকার নিশ্চিত করা হয়ছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৮ অনুযায়ী শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে তার জন্ম নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে তার জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার নিমিত্তে প্রচার প্রচারনা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
* অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন চালুকরন।
 |

**৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন**

* আইএসপিপি (যত্ন) প্রকল্পের ৩টি ফার্ম এমআইস, ট্রেনিং বেনিফিসিয়ারী আউটরিচ এ্যান্ড এনরোলমেন্ট (টিওই), অপারেশনাল রিভিউ সার্ভিসেস এবং ১টি এনজিও সিএনসিডি সার্ভিসেস-কে নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে;
* উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণঃ ৭৫টি ইউনিয়নে ১,২৩,৯৫০ (এক লক্ষ তেইশ হাজার নয়শত পঁঞ্চাশ) জন উপকারভোগী বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
* ইতোমধ্যে ২০,৯৮১ জন উপকারভোগীকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ১৩৫১.০২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে;
* ইতোমধ্যে ৩০৮টি ইউনিয়নে সেফটিনেট সেল (এসএনসি) স্থাপন করা হয়েছে। এই সেফটি নেট সেলগুলো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপকারভোগীকে সরবরাহ করবে। ৩০৮টি সেফটি নেট সেল ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ১ জন করে সেফটি নেট প্রোগ্রাম এ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
* প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০,৬০৭ জন (১ম থেকে ৭ম শ্রেণির) শিক্ষার্থীকে শিক্ষা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
* প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২,৭৬৭ জন (৮ম থেকে ১০ম শ্রেণির) স্কুলগামী ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ শিক্ষা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
* আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত তিন বছরে ৩৯,৯৭,‌২১৯ জন শিশুকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে:
* ইপিআই (টিকা) ৮,২৮,৫৪২ জন (প্রকল্প এলাকার ৯১.৩ ভাগ);
* এনআইডি (টিকা) ১৭,৬৭,৫২৪ জন (প্রকল্প এলাকার ৯৩ ভাগ);
* ডায়রিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ২,৫৯,৯৬০ জন (প্রকল্প এলাকার ৩৭ ভাগ);
* শ্বাসকষ্টজনিত রোগ (এআরআই) ৩,৪৩,২৫৮ জন (প্রকল্প এলাকার ৪৯ ভাগ);
* হামের চিকিৎসা ২,৩১৫ জন;
* পুষ্টিসেবা ১,৪২,৬৬৭ জন (প্রকল্প এলাকার ২১ ভাগ);
* ভিটামিন ‘এ’ ৯৯,১৫৩ জন (প্রকল্প এলাকার ৮৫ ভাগ);
* আয়োডিন-এর অভাবজনিত রোগসমূহের সেবা ৭৮২ জন;
* নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা ৫,৫৩,০১৮ (প্রকল্প এলাকার ৫১ ভাগ)।
* বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৯,৩০০টি প্রাথমিক এবং ১,৫০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা, পানি ও স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

**৪.০ স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

(বিলিয়ন টাকা)

| **বিবরণ** | **বাজেট** **2020-21** | **বাজেট** **2019-20** | **প্রকৃত****2018-19** |
| --- | --- | --- | --- |
| বিভাগের মোট বাজেট |  | 342.42 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 43.22 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 299.2 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 37.73 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 4.76 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 32.97 |  |
| জাতীয় বাজেট  |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28,859 |  |
| সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| বিভাগের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 1.19 |  |
| বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 6.54 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.13 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.72 |  |
| **বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হার)** |  | **11.02** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

বিদ্যমান কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে, শিশু-সংবেদনশীল বাজেট আলোচনায় স্থানীয় সরকার বিভাগ খুবই প্রাসঙ্গিক। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বিভাগের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ১.১৫ শতাংশ এবং শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে এর ৮.৮৪ শতাংশ । ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় এ অর্থবছরে বিভাগের শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ২.১৮ শতাংশ।

**৫.০ উত্তম চর্চা**

|  |
| --- |
| **“স্বপ্ন দেখি স্বপ্ন পূরণের”**২৬ বছরের মনিকা বেগম, গাইবান্ধা সদরের দক্ষিণ ঘাগুয়াতে তার বাস। দুবছর হলো তিনি আইএসপিপি প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী (আইডি - ১২১২)।দুই সন্তানের জননী মনিকা তার স্বামীর সঙ্গে নদীর ধারে বাস করে। তার ছেলেটি প্রথম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে এবং ছোট মেয়েটির বয়স মাত্র ২৫ মাস। তাঁর স্বামী বলেন, আমি আগে রিক্সা চালাতাম কিন্তু তা দিয়ে সংসার চালানো ছিল দুষ্কর। তাই এখন রাজমিস্ত্রির কাজ করি। একমাত্র আমার উপার্জনে সংসার ঠিকমতো চলছিল না। আমার দুই সন্তানকেও ঠিকভাবে পুষ্টিকর খাবার দিতে পারতাম না, ফলে প্রায়ই তাদের বিভিন্ন অসুখবিসুখ লেগে থাকত। কিন্তু আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্পের বিভিন্ন শিক্ষামূলক অধিবেশনে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার কীভাবে খাওয়াতে হয় সে সম্পর্কে শেখানো হয়। আমাদের শিশুদের সেই মোতাবেক পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানোর ফলে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর শিশুর ওজন মাপার মাধ্যমে আমাদের সন্তানরা এখন সুস্থ থাকে, থাকছে। তিনি আরও বলেন, আমি মনিকাকে এই অধিবেশনগুলোতে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে বলি, অনুপ্রাণিত করি। এই অধিবেশন থেকে কোনটা পুষ্টিকর খাবার, কোনটা ভাল খাবার না, কিভাবে শিশু লালনপালন করতে হয় সেসব সম্পর্কে খুব সহজেই মনিকা শিখতে পারছে। এই প্রকল্পে তালিকাভুক্তির পর এ পর্যন্ত সে তেরো হাজার টাকা পেয়েছে। এই টাকা দিয়ে সে প্রথমে একটা ভেড়া ক্রয় করে, পরে ভেড়াটা ৪টা বাচ্চার জন্ম দেয়। ভেড়াগুলো বিক্রি করে সে এখন একটা গরু কিনেছে। মনিকা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে, সে এখন নিজেকে এবং সংসার নিয়ে আত্মবিশ্বাসী একজন নারী।Description: 20190212_103912মনিকা বলেন, আমি আমার সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করব। আমি চাই না আমার সন্তানেরা আমাদের মতো দুঃখ-কষ্টে বড় হয়ে উঠুক। সে এখন তার সন্তানসহ প্রকল্প পরিচালিত পুষ্টি ও মনোদৈহিক বিকাশ (সিএনসিডি) বিষয়ক মাসিক শিক্ষামূলক সেশনেও অংশ গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে সে শিশুর স্বাস্থ্য-পুষ্টি সর্ম্পকে এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের গুরুত্ব সর্ম্পকে জানতে পেরেছে। সে এখন নিয়মিত সুস্থ্ ও সুন্দর সন্তানের গর্বিত মা হতে পেরে ‘যত্ন’ প্রকল্পের নিকট তথা সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ। বলাবাহুল্য, মনিকার মতো এমন অসংখ্য দরিদ্র মা ও তাদের শিশুদের মুখে হাসি ফিরিয়ে দিতে পারছে স্থানীয় সরকার বিভাগের আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্প। |

**৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ**

* শিশুদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী নির্ধারণের জন্য দারিদ্র্য স্কোর সম্বলিত হাউসহোল্ড ডাটার অপ্রাপ্যতা;
* শিশু কল্যাণ কেন্দ্রিক প্রকল্পসমূহ সঠিক সময়ে শুরু না হওয়া;
* মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ এককভাবে শিশুকেন্দ্রিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে শুধুমাত্র শিশুদের কথা বিবেচনা করে নির্ধারণ না করা;
* শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দের জন্য শিশুদের চাহিদার সুনির্দিষ্ট এ্যাসেসমেন্ট এর অভাব;
* স্যানিটেশন ও পানির উৎস স্থাপনে শিশুবান্ধব Site Selection না করা;
* প্রায় প্রতিদিন গ্রাম থেকে শহরে নতুন নতুন পরিবার স্থানান্তরিত হচ্ছে;
* নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে বসবাসরত জনগণ প্রতিনিয়ত আবাসস্থল পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে;
* স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কারণে ঝরে পড়া;
* নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে পরিবেশ ও পরিপার্শ্বিক অবস্থা শিশুদের শারিরিক ও মানসিক বিকাশের অন্তরায়;
* ঝুকিপূর্ণ কাজে শিশুর অংশগ্রহণ;
* অপুস্টিতে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা সেবার অপ্রতুলতা; এবং
* পার্টনারশিপ এরিয়ায় সেবা প্রদানকারী এনজিও নির্ধারণে দীর্ঘসূত্রতার কারণে চলমান স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে ।

**৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ**

| **পরিকল্পনার মেয়াদ** | **পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম** |
| --- | --- |
| **২০১৯-২০ অর্থবছর** | * ০-২৪ মাস বয়সী শিশুদের প্রতি মাসে ওজন ও উচ্চতা (GMP) পরিমাপের জন্য প্রতিবার ৭০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান;
* ২-৫ বছর বয়সী শিশুদের ৩(তিন) মাস অন্তর ওজন ও উচ্চতা (GMP) পরিমাপের জন্য প্রতিবার ১৫০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান;
* ০-৫ বছর বয়সের শিশুদের মায়েদের জন্য প্রতি মাসে শিশু-পুষ্টি ও মনোদৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত (CNCD) শিক্ষামূলক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিবার ৭০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান;
* গর্ভজনিত জটিলতা সেবা প্রদান করা;
* ইউনিয়ন পরিষদে সেফটি নেট সেল (SNC) স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
* মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা (ANC এবং GMP) প্রদান ও পুষ্টি-সচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের দক্ষতা উন্নয়ন;
* ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিকট অর্থ প্রদানে পোস্ট অফিসের দক্ষতা উন্নয়ন;
* নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে বসবাসরত শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া প্রতিরোধ করার জন্য (১ম থেকে ৭ম শেণির) ১০,০০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা অনুদান প্রদান;
* নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে বসবাসরত ৮ম থেকে ১০ম শেণির স্কুলগামী প্রায় ৩,০০০ ছাত্রীকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ শিক্ষা অনুদান প্রদান;
* বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা;
* পুস্টি বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রমের পাশাপাশি নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে বসবাসরত শিশুদের পুস্টির অবস্থার উন্নয়নের জন্য অতি-দরিদ্র পরিবারের ৯,০০০ শিশুকে শর্ত সাপেক্ষে পুস্টিভাতা প্রদান;
* নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে বসবাসরত শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত সেবা প্রদানের জন্য কমিউনিটি পুষ্টি স্বেচ্ছাসেবী, কমিউনিটি লিডারসহ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
* খেলাধুলার মাঠ ও শিশুপার্ক নির্মাণ করা;
* মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের সনাক্ত করা এবং তাদের সুস্থ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
* শহরাঞ্চলে পুষ্টি সেবা কায©ক্রম কায©করভাবে গ্রহণ করা;
* প্রতিবন্ধি ও পথশিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার কায©ক্রম গ্রহণ করা।
 |

**৮.০ উপসংহার**

শিশুদের সুশিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি জম্মের পর থেকেই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের বেড়ে ওঠার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে, যা শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণে অবদান রাখবে। তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে খেলার মাঠ পার্কসহ বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।